দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী (১৯০৭-২০০৩)

হাফলং হিল

রেলপথে যেতে যেতে
কতদিন শুনেছি যে
ডাকিতেছে হাফলং হিল,
আতিথ্য নেব তার
সময় ছিল না একতিল
ডেকেছিল হাফলং হিল।
দিনে-দিনে মাস বাড়ে
মাসেতে বছর
কত ঢেউ চলে গেছে
মাথার ওপর,
নিয়মের হল না শিথিল
ভুলে গেছি ডেকেছিল
হাফলং হিল।

আজ এই আষাঢ়ের
প্রথম সন্ধ্যায়
অবশেষে দেখা হল
ডাকবাংলায়।
শুনিনু পাহাড়ি তুমি,
তবুন ও পাহাড়ের কেউ
তনু-দেহ উদ্বেল
উত্তাল ঢেউ।

উদ্‌গত বক্ষের তুঙ্গ চূড়ায়
বোম্বের মিল থেকে নতুন ডিজাইন
পাটল রঙের শাড়ি
হাওয়ায় ওড়ায়।
পাশ ঘেঁষে নেমে গেল
বহুদুর মেঘের মিছিল।
হাফলং হিল।

এখন কেহই নেই এই সন্ধ্যায়।
আমরা দুইজন ডাকবাংলায়
প্রবাসী বাসারা দূরে
কৌতুকহীন
সরকারী আড্ডায় তারা উদাসীন।
পাশাপাশি বসি চলো
ওই দেখ ধীরে,
ব্রাসো-দেওয়া ঝিকিমিকি
পিত্তল-পিন্‌
আকাশেরে এঁটে দিল
সন্ধ্যা-তিমিরে।

ঘুম ঘুম ল্যাম্প পোস্ট
আলসে ঝিমায়
রাতটুকু কাটাইব ডাকবাংলায়।
কালকে বিদায় নেব
মনের দৃঢ়তা ক্রমে হতেছে শিথিল,
এইটুকু স্মৃতি শুধু
আজিকার রাত
মনে রবে
আতিথ্য দিয়েছিল
হাফলং হিল।

পাতাবাহার

হঠাৎ দৌড়ে এসে
এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা
একটি ছিটের পিরান-পরা শান্ত ছেলের মতো
আমার কুটির পাশে
একটি পাতাবাহার।

কালের অন্তহীন পদযাত্রায়
রহস্যের অঞ্চল-ছেঁড়া তার আবির্ভাব
মাটির মায়ায় সহসা থেমে গেছে সে।
এখন চারদিকে তার বিরাট বিস্মৃতির
বিপুল সম্ভাবনা।
সরস মৃত্তিকার দুগ্ধস্ফীত স্তনে
তার অনেক জিহ্বার অমৃতময় আস্বাদ।
আর ঊর্ধ্বে আকাশের নীলে
আলোর স্বপ্ন
পত্রগুচ্ছের করতালিতে তার প্রকাশ।
একটি পাতাবাহার।

অপরূপ আষাঢ়

আষাঢ়ে কজ্জল মেঘে মেঘে
কী জানি খেলিছে এক মায়া,
আমি যার চাই দরশন
তারি যেন এ শ্যামল কায়া।
তাই একা বনতলে আসি।
গোপনে মেঘেরে ভালোবাসি।

আষাঢ়ে কদম্বফুল ফোটে।
ফোটে যুথি ফোটে জাঁতি সব,
আমি যার চাই দরশন
তারি পাই অঙ্গের সৌরভ।
গন্ধবহ সিক্ত সমীরণে
তারি দেখা পাই মনে মনে।